



31822 - হজ্ব আদায়ের পদ্ধতি

প্রশ্ন

আমি হজ্ব আদায়ের পদ্ধতি বিস্তারিত জানতে চাই।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

হজ্ব একটি উত্তম ও মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত। এটি ইসলামের পঞ্চখুঁটির অন্যতম। যে ইসলাম দিয়ে আল্লাহ তাআলা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়েছেন। যে খুঁটগিলো ব্যতীত কোন ব্যক্তির দ্বীনদারি পূর্ণতা পতে পারে না। যে কোন ইবাদত দ্বারা আল্লাহর নকৈট্য হাছলি হতে হলে ও ইবাদত কবুল হতে হলে দুইটি বিষয় আবশ্যিক:

এক. আল্লাহর জন্য মুখলসি বা একনিষ্ঠ হওয়া। অর্থাৎ সবে ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালরে কল্যাণকে উদ্দেশ্য করা; প্রদর্শনচ্ছেদা, প্রচারপ্রয়িতার উদ্দেশ্যনো করা অথবা অন্য কোন দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে না-করা। দুই. কথা ও কাজে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ জানা ছাড়া তাঁকে অনুসরণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি হজ্ব পালনরে মাধ্যমে অথবা অন্যকোন ইবাদত পালনরে মাধ্যমে আল্লাহর নকৈট্য লাভ করতে চায় তার কর্তব্য হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ জনে নয়ো। নমিনে আমরা সুন্নাহ মতোবকে হজ্ব আদায় করার পদ্ধতি সংক্ষপে তুলে ধরব। ইতপূর্বে আমরা উমরা আদায় করার পদ্ধতি 31819 নং প্রশ্নরে জবাবে তুলে ধরছি। উমরাআদায় করার পদ্ধতি সবে প্রশ্নরে উত্তর থেকে জনে নয়ো যতে পারে। হজ্বরে প্রকারভদে:

হজ্ব তনি প্রকার: তামাত্তু, ইফরাদ ও ক্বরান।

তামাত্তু হজ্ব: হজ্বরে মাসসমূহে (হজ্বরে মাস হচ্ছ- শাওয়াল, জ্বলিক্বদ, জ্বলিহজ্ব দেখুন আল-শারহুল মুমতি ৭/৬২) এককভাবে উমরার ইহরামবাঁধা, মক্কায় পৌঁছে তওয়াফ করা, উমরার সায়ী করা, মাথা মুণ্ডন করা অথবা চুল ছাটাই করে উমরা থেকে হালাল হয়ে যাওয়া। এরপর তারবয়ীর দনি অর্থাৎ ৮ জ্বলিহজ্ব এককভাবে হজ্বরে ইহরাম বাঁধা এবং হজ্বরে যাবতীয় কার্যাবলী শেষে করা। অতএব, তামাত্তু হজ্বকারী পরপূর্ণ একটা উমরা পালন করনে এবং পরপূর্ণ একটা হজ্ব পালন করনে। ইফরাদ হজ্ব: এককভাবে হজ্বরে ইহরাম বাঁধা, মক্কায় পৌঁছে তওয়াফে কুদুম করা, হজ্বরে সায়ী করা, মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট না করে তথা ইহরাম থেকে হালাল না হয়ে ইহরাম অবস্থায় থেকে যাওয়া এবং ঈদরে দনি জমরা আকাবাতে কংকর



নক্ষিপেপেরে পর ইহরাম থেকে হালাল হওয়া। আর যদি হজ্বেরে সায়ীকে হজ্বেরে তওয়াফেরে পরে আদায় করতে চায় সটোতওে কোনে অসুবধা নহে। ক্বরিন হজ্ব: উমরা ও হজ্বেরে জন্য একত্রে ইহরাম বাঁধা অথবা প্রথমে উমরার ইহরাম বাঁধা এরপর তওয়াফ শুরু করার আগে হজ্বকে উমরার সাথে সম্পূক্ত করা (অর্থাৎ তওয়াফ ও সায়ীকে হজ্ব ও উমরার সায়ী হিসেবে নয়িত করা)। ক্বরিন হজ্বকারীর আমলগুলো ইফরাদ হজ্বকারীর আমলরে মত। তবে ক্বরিন হজ্বকারীর উপর হাদি আছে; ইফরাদ হজ্বকারীর উপর হাদি নহে। হজ্বেরে প্রকারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে- তামাত্তু হজ্ব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে এই হজ্ব আদায় করার নরিদশে দিয়েছেন এবং এই হজ্ব আদায় করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। এমনকি যদি কেউ ক্বরিন হজ্ব বা ইফরাদ হজ্বেরে নয়িত করফেলেতেনিতার ইহরামকে উমরার ইহরামে পরবির্তন করে হালাল হয়ে যাওয়ার তাগদি দিয়েছেন। যাত করে সে ব্যক্তি তামাত্তু হজ্ব পালনকারী হতে পারনে। এমনকি সটো তওয়াফে কুদুম ও সায়ীর পরও হতে পারে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি তাঁর বদিয়ী হজ্বে তওয়াফ ও সায়ী করার পর তাঁর সাহাবীগণকে নরিদশে দনে- তোমাদের মধ্যে যার যার সাথে হাদি নহে সে যনে তার ইহরামকে উমরার ইহরামে পরবির্তন করে মাথার চুল ছোট করে হালাল হয়ে যায়। তিনি আরও বলেন: আমি যদি হাদি না নিয়ে আসতাম তাহলে তোমাদেরকে যনে নরিদশে দচ্ছি আমিও সটো পালন করতাম। ইহরাম: একটু আগে যনে প্রশ্নরে রফোরনেস দয়ো হয়েছে সে প্রশ্নরে উত্তরে ইহরামরে সুননতগুলো যমেন- গোসল করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, নামায পড়া ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে। ইহরামরে আগে সে সুননতগুলো পালন করতে হবে। এরপর নামায শেষ করার পর অথবা নজি বাহনে আরোহণ করার পর ইহরাম বাঁধবে। যদি তামাত্তু হজ্বকারী হয় তাহলে বলবে:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ بِعُمْرَةٍ

লাব্বাইকাল্লাহুম্মা বি উমরাতনি (অর্থ- হে আল্লাহ! উমরাকারী হিসেবে আপনার দরবারে হাজরি)।

আর যদি ক্বরিন হজ্ব আদায়কারী হয় তাহলে বলবে:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ

লাব্বাইকাল্লাহুম্মা বি হাজ্জাতনি ওয়া উমরাতনি (হে আল্লাহ! হজ্ব ও উমরাকারী হিসেবে আপনার দরবারে হাজরি)

আর যদি ইফরাদ হজ্বকারী হয় তাহলে বলবে:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا

লাব্বাইকাল্লাহুম্মা হাজ্জান (হে আল্লাহ! হজ্বকারী হিসেবে আপনার দরবারে হাজরি)।

এরপর বলবেন: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة (হে আল্লাহ! হাজ্জাতুন লা রিয়াআ ফি-হা ওয়ালা সুমআ (হে



আল্লাহ! এ হজ্বকে এমন হজ্ব হিসেবে কবুল করুন যার মধ্য লৌকিকতা ও প্রচারপ্রয়িতা নহে। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যভাবে তালবয়্যা পড়ছেন সত্বে তালবয়্যা পড়বে। সেই তালবয়্যা হচ্ছে-

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

লাব্বাইকালাল্লাহুম্মা লাব্বাইক। লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইক। ইন্নালা হামদা ওয়ান নম্মিতা লাকা ওয়াল মুলক। লা শারিকা লাক।

(অর্থ- হে আল্লাহ! আমিআপনার দরবারে হাজরি। আমিআপনার দরবারে হাজরি। আমিআপনার দরবারে হাজরি। আপনি নরিঙ্কুশ। আমিআপনার দরবারে হাজরি। নশ্চয় যাবতীয় প্রশংসা, যাবতীয় নয়োমত আপনার-ই জন্ম এবং রাজত্ব আপনার-ই জন্ম। আপনি নরিঙ্কুশ।)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও একটি তালবয়্যা পড়তেন সটো হচ্ছে-

لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ

লাব্বাইকা ইলাহাল হাক্ব (অর্থ- ওগো সত্য উপাস্য! আপনার দরবারে হাজরি)।

ইবনে উমর (রাঃ) আরকেটু বাড়িয়ে বলতেন:

لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ

লাব্বাইকা ওয়া সাদাইক। ওয়াল খাইরু বিইয়াদাইক। ওয়ার রাগবাই ইলাইকা ওয়াল আমাল। (অর্থ- আমিআপনার দরবারে হাজরি, আমিআপনার সটোজন্মে উপস্থতি। কল্যাণ আপনার-ই হাতে। আকাঙ্ক্ষা ও আমল আপনার প্রতিনিবিত্তি)। পুরুষরো উচ্চস্বরে তালবয়্যা পড়বে। আর নারীরা এভাবে পড়বে যেন পাশের লোক শুনতে পায়। যদি পাশে বগোনা পুরুষ থাকে তাহলে গোপনে তালবয়্যা পড়বেন।

ইহরামকারী যদি কোন প্রতিনিবন্ধতার আশংকা করেন যমেন রোগ, শত্রু বা গ্রফেতার ইত্যাদি তাহলে ইহরামকালে শরত করে নেয়ো ভাল। ইহরামকালে তিনি বলবেন:

إِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي

ইন হাবাসানি হাবসে ফা মাহল্লি হাইসু হাবাসতানি (অর্থ- যদি কোন প্রতিনিবন্ধতা - যমেন রোগ, বলিম্ব ইত্যাদি আমার হজ্ব পালনে- বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে আমি যখনপ্রতিনিবন্ধতার শকার হই সখনে ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাব)। কেননা



দুবাআ বনিততে যুবাইর (রাঃ) অসুস্থ থাকায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহরাম করাকালে তাকে শরত করার নরিদশে দয়িচ্ছেনে এবং বলচ্ছেনে: “তুমি যি শরত করছে সটো তমোর রবরে নকিট গ্রহণযোগ্য।”[সহহি বুখারি (৫০৮৯) ও সহহি মুসলমি (১২০৭)] যদি ইহরামকারী শরত করে থাকে এবং নুসুক পালনে প্রতবিন্ধকতার সম্মুখীন হয় তাহলে সে ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাবে। এতে করে তার উপর অন্য কোন দায়িত্ব আসবে না। আর যদি প্রতবিন্ধকতার কোন আশংকা না থাকে তাহলে শরত না করাই বাঞ্ছনীয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরত করনেনি এবং সাধারণভাবে সবাইকে শরত করার নরিদশেও দনেনি। দুবাআ বনিততে যুবাইর (রাঃ) অসুস্থ থাকায় তাকে নরিদশে দয়িচ্ছেনে। ইহরামকারীর উচতি অধিকি তালবয়ী পাঠ করা। বিশেষতঃ সময় ও অবস্থার পরবির্তনগুলোতে। যমেন উঁচুতে উঠার সময়। নীচুতে নামার সময়। রাত বা দনিরে আগমনকালে। তালবয়ী পাঠরে পর আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত প্রার্থনা করা এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচতি।

উমরার ইহরামরে ক্ষত্রেই ইহরামরে শুরু থেকে তওয়াফ শুরু করার আগ পর্যন্ত তালবয়ী পড়ার বধিান রয়েছে। আর হজ্বরে ক্ষত্রেই ইহরাম করার পর হতে ঈদরে দনি জমরা আকাবাতে কংকর নকি্ষপে করা পর্যন্ত তালবয়ী পড়ার বধিান।

মক্কায় প্রবশেরে জন্য গোসল: মক্কারকাছাকাছ পৌঁছলে সম্ভব হলে মক্কায় প্রবশেরে জন্য গোসল করে নবি। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা প্রবশেরে সময় গোসল করছেলিনে।[সহহি মুসলমি (১২৫৯)]

এরপর মসজদি হারামে প্রবশেরে সময় ডান পা আগে দবি এবং বলবে:

بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَاَفْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ عُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ
وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

(অর্থ- আল্লাহর নামে শুরু করছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক। হে আল্লাহ! আমার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দনি। আমার জন্য আপনার রহমতরে দুয়ারগুলো খুলে দনি। আমি বিতিড়তি শয়তান হতে মহান আল্লাহর কাছে তাঁর মহান চহোরার মাধ্যমে, তাঁর অনাদি রাজত্বরেমাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।)

এরপর তওয়াফ শুরু করার জন্য হাজারে আসওয়াদরে দকি এগয়ি যাবে। তওয়াফ করার পদ্ধতি ইতপূর্ববে (31819) নং প্রশ্নরে উত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে।

তওয়াফরে পর ও তওয়াফরে দুই রাকাত নফল নামায়রে পর মাসআ (সায়ী করার স্থান) এর দকি এগয়ি যাবে এবং সাফা-মারওয়া পাহাড়বয়রে মাঝখানে সায়ী (প্রদক্ষণি) করবে। (31819) নং প্রশ্নরে জবাবে সায়ীর বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে

তামাত্তু হজ্বকারী উমরার সায়ী করবনে। আর ইফরাদ ও ক্বরান হজ্বকারী হজ্বরে সায়ী করবনে এবং ইচ্ছা করলে সায়ীটি হজ্বরে ফরজ তওয়াফরে পরেও আদায় করতে পারনে।



মাথা মুণ্ডন করা বা চুল ছোট করা:

তামাত্তু হজ্বকারী যখন সায়ীর সাত চক্কর শেষে করবনে তখন তিনি পুরুষ হলে মাথা মুণ্ডন করতে পারনে অথবা চুল ছোট করতে পারনে। যদি মাথা মুণ্ডন করলে মাথার সর্বাংশ মুণ্ডন করতে হবে। অনুরূপভাবে চুল ছোট করলেও মাথার সর্বাংশে চুল ছোট করতে হবে। চুল ছোট করার চয়ে মাথা মুণ্ডন করা উত্তম। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথা মুণ্ডনকারীদরে জন্য তনিবার দুআ করছেন। আর চুল ছোটকারীদরে জন্য একবার দুআ করছেন। [সহিহ মুসলিমি (১৩০৩)] তবে হজ্বের সময় যদি অতিনিকটবর্তী হয় এবং নতুন চুল গজাবার মত সময় না থাকে তাহলে চুল ছোট করা উত্তম; যাত হজ্বের সময় মাথা মুণ্ডন করতে পারনে। দলিলি হচ্ছ- বদায় হজ্বকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে উমরার জন্য মাথার চুল ছোট করার নরিদশে দয়িছেন। কারণ তাঁরা জ্বলিহজ্ব মাসরে ৪ তারখি সকাল বলোয় মক্কা পৌঁছেছিলেন। আর নারীরা আঙুলরে এক কর পরমিণ চুল কটে নবি। এর মাধ্যমে তামাত্তু হজ্বকারীর উমরার কাজ শেষে হলো এবং তামাত্তু হজ্বকারী সম্পূর্ণরূপে হালাল হয়ে গেলেন। অর্থাৎ হালাল অবস্থায় একজন মানুষ যা যা করতে পারে (যেমন- সলোইকৃত পোশাক পরা, সুগন্ধি লাগানো, স্ত্রী সহবাস ইত্যাদি) এখন তামাত্তু হজ্বকারীও সসেব পারবনে।

পক্ষান্তরে ইফরাদ ও ক্বরান হজ্বকারী মাথা মুণ্ডন করবনে না; কথিবা মাথার চুল ছোট করবনে না; তারা ইহরাম থেকে হালাল হবনে না। বরং ইহরাম অবস্থায় থাকবনে এবং ঈদরে দনি জমরা আকাবাতে কংকর নকিষপে করার পর মাথা মুণ্ডন বা চুল ছাটাই এর মাধ্যমে হালাল হবনে।

তারবয়ীর দনি তথা জ্বলিহজ্বরে ৮ তারখি তামাত্তু হজ্বকারী মক্কায় তার অবস্থানস্থল থেকে ইহরাম বাঁধবে। উমরার ইহরামকালে যা যা করা মুস্তাহাব ছিলি হজ্বরে ইহরামরে সময়ও তা তা করা (যেমন- গোসল, সুগন্ধি লাগানো, নামায ইত্যাদি) মুস্তাহাব। এই ইহরামরে সময় হজ্বরে নয়িত করবনে, তালবয়ী পড়বনে এবং মুখে বলবনে: **لبيك اللهم حجاً** (হে আল্লাহ! হজ্বকারী হিসেবে আপনার দরবারে হাজরি)। যদি হজ্ব সমাপ্তকরণে কোন প্রতিনিধকতার আশংকা করে তবে শরত করে নবি। **وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني** (অর্থ- যদি কোন প্রতিনিধকতা আমাকে আটক করে তাহলে আমি যখনে আটক হই সখনে হালাল হয়ে যাব)। আর যদি এমন কোন আশংকা না থাকে তাহলে শরত করবনে না। হাজ্বীর জন্য মুস্তাহাব হলো ঈদরে দনি জমরা আকাবাতে কংকর নকিষপে পূর্ব পর্যন্ত উচ্চস্বরে তালবয়ী পাঠ করা।

মীনায গমন:

এরপর মীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। সখনে পৌঁছে জোহর, আসর, মাগরিবি, এশা ও ফজররে নামায কসর (৪ রাকাতরে স্থলে ২ রাকাত) করে ঠকি ঠকি ওয়াক্তে আদায় করবে। দলিলি হচ্ছ- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মীনাতে নামাযগুলো কসর করতনে; কনিত্ত একত্রে আদায় করতনে না।

কসর: ৪রাকাত বশিষ্টি নামাযগুলো ২ রাকাত করে আদায় করা। মক্কাবাসী এবং অন্য সকলে মীনা, আরাফা ও মুজদালফাতে



নামায কসর করবনে। দললি হচ্ছ- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্ব আদায়কালে লোকদের নিয়ে নামায আদায় করতেন। তাঁর সাথে মক্কাবাসীরাও ছিল। কিন্তু তিনি তাদেরকে পরপূর্ণ নামায পড়ার নরিদশে দেননি। যদি তা ফরজ হতো তাহলে তিনি তাদেরকে সনে নরিদশে দতিনে যভেবে মক্কা বজিয়রে বছর নরিদশে দয়িছেনে। কিন্তু মক্কার দালানকঠো প্রসারতি হতে হতে মীনা মক্কার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। যনে মীনা মক্কারই একটী মহল্লা। তাই মক্কাবাসীরা সখোনে কসর করবে না। আরাফায় গমন:

আরাফার দনি সূর্যদেয়রে পর মীনা থেকে আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দবি। সম্ভব হলে জোহররে পূর্ব পর্যন্ত নামরিতে অবস্থান করবে (নামরি হচ্ছ- আরাফার সম্মুখভাগরে একটী স্থান)। আর যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে কোন অসুবিধা নই। কারণ নামরিতে অবস্থান করা সুননত; ওয়াজবি নয়। সূর্য পশ্চিমাকাশে হলে পড়ার পর (অর্থাত্ জোহররে ওয়াক্ত হওয়ার পর) জোহর ও আসর উভয় নামায একত্রে জোহররে ওয়াক্তে দুই রাকাত দুই রাকাত করে আদায় করে নবি; ঠকি যভেবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদায় করছেলিনে যাতে করে আরাফার মাঠে লম্বা সময় অবস্থান করে দুআ করতে পারনে। নামায়রে পর আল্লাহর যকিরি ও দুআতে মশগুল হবে। আল্লাহর কাছে রোনোজারি করবে, দু হাত তুলে কবিলামুখি হয়ে যা ইচ্ছা দুআ করবে। যদি কবিলামুখি হতে গয়ি জাবালে আরাফা পছিনে পড়ে যায় কোন অসুবিধা নই। যহেতে দুআর ক্ষত্রে সুননত হচ্ছ- কবিলামুখি হওয়া; পাহাড়ুখি হওয়া নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাহাড়রে নকিটে অবস্থান করছেনে এবং বলছেনে: “আমি এখানে অবস্থান করলাম; আরাফার ময়দানরে সর্বাংশ অবস্থানস্থল।” সেই মহান দনিে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দুআটি সবচেয়ে বেশি করছেনে সেটী হচ্ছ-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহুলা শরকি লাহ। লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু। ওয়া হুয়া আলা কুল্লা শাইয়্যনি ক্বাদরি। (অর্থ- এক আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নই। তিনি নরিঙ্কুশ। রাজত্ব তাঁর-ই জন্য। প্রশংসা তাঁর-ই জন্য। তিনি সর্ববষিয়ে ক্ষমতাবান)। যদি কছিটা একগয়েমেত্রিসে যায় এবং সঙ্গ-সাখীদের কথাবার্তা বলে কছিটা সতজে হতে চায় তাহলে ভাল কথা বলবে এবং ভাল কোন বই পড়বে। বশিষেতঃ আল্লাহ তাআলার বদান্যতা, তাঁর মহান অনুগ্রহ বষিয়ক কোন বই পড়বে। যাতে সনে মহান দনিে আল্লাহর প্রতি আশার দকিটা ভারী থাকে। এরপর পুনরায় আল্লাহর কাছে রোনোজারি ও দুআতে ফরিে আসবে এবং দনিরে শেষভাগকে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হবে। কেননা সবচেয়ে উত্তম দুআ হচ্ছ- আরাফা দবিসরে দুআ।

মুজদালফাতে গমনঃ

সূর্য ডোবার পরে মুজদালফাতে গমন করবে। মুজদালফাতে পৌঁছে মাগরিবি ও এশার নামায এক আযান দুই ইকামতে আদায় করবে। যদি এই আশংকা হয় যে, মুজদালফাতে পৌঁছতে পৌঁছতে মধ্যরাত পার হয়ে যাবে সক্ষেত্রে রাস্তায় নামায আদায় করে নবি। কারণ নামাযকে মধ্যরাতরে বেশি বলিম্ব করে পড়া জায়গে হবে না। মুজদালফাতে এসে রাত্রি যাপন করবে।



ফজররে ওয়াক্ত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিতি হওয়ার পরবলিম্ব না করে এক আযান ও এক ইকামতে ফজররে নামায পড়ে নবিবে। এরপর আল-মাশআর আল-হারামরে দকিবে এগিয়ে যাবে (বর্তমানে মুজদালফিতে মসজিদটি যে স্থানে রয়েছে এটি সেই জায়গা)। সেখানে গিয়ে আল্লাহর একত্ববাদরে ঘোষণা দবিবে, আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করবে তথা তাকবীর বলবে এবং ইসফার (ইসফার মান- সূর্যোদয়ের আগপূর্বদকি ফরসা হয়ে উঠা) হওয়া পর্যন্ত যা খুশি দুআ করবে। যদি আল-মাশআর আল-হারামে যাওয়া সম্ভব না হয় তাহলে নিজ স্থানে অবস্থান করে দুআ করবে। দলিলি হচ্ছো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: “আমি এ স্থানে অবস্থান করলাম। জাম্মতথা গোটো মুজদালফিই অবস্থানস্থল।” হাত উঁচু করে কবিলামুখি হয়ে দুআ ও যকিরি করবে।

মীনায় গমনঃ

সূর্যোদয়ের পূর্বে আকাশ ভালভাবে ফরসা হয়ে উঠলে মীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দবিবে। ওয়াদি মুহাসসার (মুজদালফি ও মীনার মধ্যবর্তী একটা উপত্যকা) দ্রুত পার হবে। মীনায় পৌঁছে অপেক্ষাকৃত মক্কার নকিটবর্তী ‘আকাবা’ নামক জমরাতে একটরি পর একটি করে মোট ৭টি কংকর নকিষপে করবে। প্রতটি কংকররে আকার হবে প্রায় ছেলোর সম-পরমিান। প্রতটি কংকর নকিষপে সাথে তাকবীর বলবে। জমরা আকাবাতে কংকর নকিষপে করার সুননত পদ্ধতি হলো- জমরাকো সামনে রাখবে, মক্কাকে বামে রাখবে এবং মীনাকে ডানে রাখবে। কংকর নকিষপে সম্পন্ন করার পর হাদি যবহে করবে। এরপর পুরুষ হলে মাথা মুণ্ডন করবে অথবা মাথার চুল ছোট করবে। আর মহলিা হলে আঙুলরে এক কর পরমিাণ চুল কাটবে। (এর মাধ্যমে ইহরাম থেকে প্রথমকি হালাল অর্জতি হবে; অর্থাৎ এ হালাল হওয়ার মাধ্যমে স্ত্রী সহবাস ছাড়া আর সবকিছু হাজী সাহবেরে জন্য হালাল হলো।) এরপর মক্কা গমন করে হজ্বরে তওয়াফ ও সায়ী করবে। (এর মাধ্যমে হাজী সাহবে দ্বিতীয় হালাল হবে। এ হালালরে মাধ্যমে ইহরামরে কারণে যা কিছু হারাম হয়েছিলি সবকিছু হাজী জন্য হালাল হবে)। কংকর নকিষপে ও মাথা মুণ্ডনরে পর তওয়াফ করার জন্য মক্কায যতে চাইলে সুননত হচ্ছো- সুগন্ধি লাগানো। দলিলি হচ্ছো আয়শো (রাঃ) এর হাদিসি “আমি ইহরাম করার আগে ইহরামরে জন্য এবং হালাল হওয়ার পর তওয়াফরে জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সুগন্ধি লাগিয়ে দতিাম।” [সহহি বুখারি (১৫৩৯) ও সহহি মুসলমি (১১৮৯)]। এরপর তওয়াফ ও সায়ী করার পর মীনাতে ফরিে আসবে। জ্বলিহজ্বরে একাদশ ও দ্বাদশ রজনী মীনাতে কাটাবে এবং সে দু’দনি সূর্য পশ্চিমাকাশে হলে পড়ার পর তনিটি জমরাতে কংকর নকিষপে করবে। উত্তম হচ্ছো- কংকর নকিষপে জন্য হটে যাওয়া। বাহনে চড়ে গেলেও অসুবিধা নই। প্রথম প্রথম জমরাতে এক এক করে পরপর ৭টি কংকর নকিষপে করবে। এই জমরাতি মক্কা থেকে অপেক্ষাকৃত দূরে ও মসজিদে খাইফরে নকিটে। প্রতটি কংকর নকিষপেকালে তাকবীর বলবে। এরপর একটু অগ্রসর হয়ে দীর্ঘ সময় ধরে যা ইচ্ছা দুআ করবে। যদি দীর্ঘ সময় দাঁড়ানো ও দুআ করা কারো জন্য কষ্টকর হয় তাহলে সাধ্যানুযায়ী অল্প সময়রে জন্য হলেও দুআ করবে; যনে সুননত পালন হয়। এরপর মধ্যবর্তী জমরাতে একরে পর এক মোট ৭টি কংকর নকিষপে করবে। প্রতটি কংকর সাথে তাকবীর বলবে। এরপর সামান্য বামে সরে গিয়ে কবিলামুখি হয়ে দাঁড়াবে এবং হাত উঁচু করে সম্ভব হলে লম্বা সময় ধরে দুআ করবে। লম্বা সময় দুআ করা সম্ভব না হলে সামান্য সময়রে জন্য হলেও দাঁড়িয়ে দুআ করবে। এই দুআটি



ছড়ে দেয়া উচিত নয়। যহেতু এটি সুন্নত। অনেকে মানুষ না জানার কারণে অথবা অবহলো করে এ সুন্নতটি ছড়ে দেয়। কখনো কোন সুন্নত যদি অপ্রচলিত হয়ে পড়ে তখন সে সুন্নতের উপর আমল করা ও মানুষের মাঝে এর প্রসার করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। যনে এ সুন্নতটি একবোরো মটি না যায়।

এরপর জমরা আকাবাতো একরে পর এক মোটে ৭টি কংকর নকিষেপে করবে। প্রতিটি কংকর নকিষেপের সাথে তাকবীর বলবে। এই জমরাতো কংকর নকিষেপে করার পর দাঁড়াবো না ও দুআ করবো না। এভাবে ১২ই জ্বলিহজ্ব ৩টি জমরাতো কংকর নকিষেপে করার পর ইচ্ছা করলে দরৌ না করে সেনিই মীনা ত্যাগ করে চলে আসতে পারে। আর চাইলে ১৩ই জ্বলিহজ্ব রাত্রি মীনাতে অবস্থান করে পরদিন সূর্য পশ্চিমাকাশে হলে পড়ার পর ৩টি জমরাতো কংকর নকিষেপে করে মীনা ত্যাগ করতে পারে। একদিন দরৌ করে মীনা ত্যাগ করাটা উত্তম; তবে ওয়াজবি নয়। কিন্তু ১২ ই জ্বলিহজ্ব সূর্যোদয়ের সময়ও কটে যদি মীনাতে অবস্থান করে তাহলে তার জন্য ১৩ ই জ্বলিহজ্ব রাত্রি মীনাতে কাটানো ও পরদিন ৩টি জমরাতো কংকর নকিষেপে করা ওয়াজবি। তবে মীনাতে সূর্য ডুববে যাওয়া যদি তার এখতিয়ারের বাইরের কোন কারণে হয় যমেন কটে তাবু ত্যাগ করে গাড়ীতে চড়েছে কিন্তু রাস্তায় জ্যাম বা এ জাতীয় কোন কারণে আটকা পড়ে যায় তাহলে ১৩ তারিখ পর্যন্ত দরৌ করা তার উপর ওয়াজবি হবে না। কারণ এ বলিম্বটা তার এখতিয়ারভুক্ত নয়। অতঃপর যখন মক্কা ত্যাগ করে নিজ দেশে চলে যাওয়ার ইচ্ছা করবে তখন বদায়ী তওয়াফ না করে মক্কা ত্যাগ করবে না। দলিল হচ্ছে- “তোমাদের কটে প্রস্থান করবে নাযতক্ষণ না সে শেষে কাজ বায়তুল্লাহতে (তওয়াফ) না করে।”[সহি মুসলিম (১৩২৭)] অন্য রওয়াকে এসেছে- “লোকদেরকে আদেশ করা হয়েছে- তাদের সর্বশেষে আমল যনে হয় বায়তুল্লাহতে (তওয়াফ)। তবে হায়েগ্রস্ত নারীকে এ ব্যাপারে ছাড় দেয়া হয়েছে।”[সহি বুখারি (১৭৫৫) ও সহি মুসলিম (১৩২৮)] হায়ে ও নফিসগ্রস্ত নারীদের উপর বদায়ী তওয়াফ নই এবং তাদের জন্য মসজিদে হারামের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বদায়ী জানানোটোও উচিত নয়। কারণ এ ধরনের পদ্ধতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত হয়নি। যখন দেশে চলে যাওয়ার ইচ্ছা করবে তখন হাজী সাহেবের সর্বশেষে কাজ হবে তওয়াফ। যদি বদায়ী তওয়াফ করার পর সঙ্গদিরে অপেক্ষা করতে হয় অথবা মালপত্র বাহনে উঠানোর জন্য অপেক্ষা করতে হয় অথবা পথের সম্বল হিসেবে কিছু কনিত হয় এতে কোন অসুবিধা নই। এর জন্য পুনরায় তওয়াফ করতে হবে না। তবে যদি সফর বলিম্বেরে নিয়ত করতে হয় (উদাহরণতঃ সফর ছলি দিনেরে পূর্বাংগে এবং বদায়ী তওয়াফ করে নিচ্ছে কিন্তু পরে যদি সফর দিনেরে অপরাংগে) করতে হয় তাহলে পুনরায় বদায়ী তওয়াফ করে নয়ো ওয়াজবি; যাতে সর্বশেষে আমলটা তওয়াফ হয়। হজ্ব বা উমরার ইহরাম বাঁধার পর ইহরামকারীর উপর নমিনোক্ত বিষয়গুলো ওয়াজবিঃ

১. ইসলামী যাবতীয় অনুশাসন পরিপূর্ণভাবে মনে চলা। যমেন- ঠিক সময়ে নামাযগুলো আদায় করা।

২. আল্লাহ যা যা নিষেধে করছেন যমেন পাপ কথা, পাপ কাজ ও অবাধ্যতা থেকে বঁচে থাকা। দলিল হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী: “অতএব, এই মাসসমূহে যে ব্যক্তি নিজের উপর হজ্বকে আবশ্যিক করে নলি তার জন্য হজ্ব অশ্লীল ও পাপ কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ বধৈ নয়।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৯৭]



৩. পবিত্র স্থানগুলোর ভিতরে অথবা বাইরে কথা বা কাজের মাধ্যমে মুসলমানকে কষ্ট দয়া থেকে বরিত থাকা।

৪. ইহরাম অবস্থায় যা যা নিষিদ্ধ সেগুলো থেকে বরিত থাকা:

ক. চুল বা নখ না কাটা। তবে কাঁটা বা এ জাতীয় কিছু তুলে ফলেলে রক্ত বরে হলেও গুনাহ হবে না।

খ. ইহরাম বাঁধার পর শরীরে, পরধিয়ে পোশাকবো খাবার-দাবারে সুগন্ধি ব্যবহার করবে না। সুগন্ধযুক্ত সাবান ব্যবহার করবে না। তবে ইহরামের আগে ব্যবহারকৃত সুগন্ধি কোন আলামত যদি থেকে যায় এতে কোন অসুবিধা নেই।

গ. শকার করবে না।

ঘ. স্ত্রী সহবাস করবে না।

ঙ. উত্তজেনাসহ স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরবে না, চুমু খাবে না বা এ জাতীয় কিছু করবে না।

চ. নজি বয়রে চুক্তি করবে না অথবা অন্য কারো বয়রে আকদ পড়াবে না অথবা কোন নারীকে নজিরে জন্ম অথবা অন্য কারো জন্ম বয়রে প্রস্তাব দাবে না।

ছ. হাতমোজা পরবে না। তবে কোন ন্যাকড়া দিয়ে হাত পঁচালে গুনাহ হবে না।

এই সাতটি নিষিদ্ধ কাজের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ে সমান। তবে বিশেষভাবে পুরুষের জন্ম কাজগুলো হচ্ছে-

-এঁটে থাকা কোন কিছু দিয়ে মাথা ঢাকবে না। তবে ছাতা দিয়ে, গাড়ীর ছাদরে আড়ালে, তাবুর আড়ালে ছায়া নতি অথবা মাথায় বোঝা বহন করতে কোন দোষ নেই।

-সলোইকৃত জামা, পাগড়ী, টুপি, পায়জামা, মোজা পরা যাবে না। তবে লুঙা না পলে পায়জামা পরবে। জুতা না পলে মোজা পরবে।

-ইতপূর্বে উল্লেখিত পোশাকগুলোর স্থলাভিষিক্ত কোন পোশাকও পরা যাবে না। যমেন- জুব্বা, ক্যাপ, টুপি, গাঞ্জি ইত্যাদি।

-জুতা, আংটি, চশমা, হেডফোন ইত্যাদি পরা যাবে। হাতে ঘড়ি পরা যাবে, গলায় হার পরা যাবে। টাকা-পয়সা রাখার জন্ম বলেট পরা যাবে।

-সুগন্ধহীন কিছু দিয়ে পরস্কার-পরচ্ছন্ন হওয়া যাবে। মাথা ও শরীর ধোয়া যাবে ও চুলকানো যাবে। এতে করে



অনচ্ছিক্তভাবে কোন চুল পড়ে গেলে তাত্বে কোন দােষ নহে।

নারীরা নকোব পরবে না। নকোব হচ্ছ- এমন কাপড় যা দিয়ে নারীরা তাদরে মুখ ঢকে রাখে; শুধু চোখ দুটু দেখা যায়। নারীদরে জন্য সুননত হচ্ছ- মুখ ঢকে রাখা। তবে যদি বিগোনা পুরুষদরে দৃষ্টি পড়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে ইহরাম অবস্থায় অথবা ইহরামরে বাইরে মুখ ঢকে রাখা ওয়াজবি।

দখেুন: আলবানীর “মানাসকিল হজ্জ ওয়ার উমরাহ” এবং শাইখ উছাইমীনরে “সফিতুল হজ্ব ওয়াল উমরা” ও “আল-মানহাজ লি মুরদিলি উমরা ওয়াল হাজ্জ”